ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৩২৫
উদয়পুর, ২১ অক্টোবর, ২০২৫

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে দীপাবলি উৎসবের উদ্বোধন
রাজ্যে ধর্মীয় পর্যটনের বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

অশুভ শক্তির বিনাশ ও শুভ শক্তির আহ্বানে প্রতিবছরের মতো এ বছরও উদয়পুরের মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির প্রাঙ্গণে দীপাবলি উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেশ-বিদেশের অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষ সারা বছর অপেক্ষা করে থাকেন এই দিনটি উদযাপনের জন্য। গতকাল সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে তিনদিন ব্যাপী দীপাবলি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে কল্যাণ সাগরে কল্যাণ আরতিতে অংশগ্রহণ করে রাজ্যের কল্যাণ কামনায় দেবী মায়ের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানান। এরপর তিনি মন্দির সংলগ্ন ধন্যমাণিক্য মুক্তমঞ্চে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে দীপাবলি উৎসব ও মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ধর্মীয় পর্যটনের বিকাশে সরকার অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। তিনি বলেন, প্রসাদ প্রকল্পে মাতাবাড়ি মন্দিরকে আধুনিক ও আকর্ষণীয় রূপে সাজানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গত ২২ সেপ্টেম্বর এই মন্দির পুন্যার্থীদের দর্শনের জন্য খুলে দিয়েছেন। তারপর থেকে মাতাবাড়ি মন্দিরে পুন্যার্থীদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার ফলে দেশ-বিদেশের অসংখ্য পর্যটক ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের দর্শণে আসছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার সর্বদা সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজ করছে। রাজ্যের জনগণের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়ন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী দীপাবলি উৎসবকে জাতি-জনজাতির মিলনক্ষেত্র হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এই উৎসব সর্বদা ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। তিনি বলেন, উদয়পুরের বনদোয়ারে মায়ের ৫১ পীঠের রেপ্লিকা বসানোর কাজ চলছে। এখানে নটরাজের বড় মূর্তি বসানো হবে। বনদোয়ার বিশ্বমানের আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্র হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, দীপাবলি উৎসব ও মেলা ধর্মীয় সংস্কৃতির পীঠস্থান। এটি সকল ধর্ম ও জাতির মিলন মেলা। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, রাজ্যের ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র সহ সকল পর্যটন কেন্দ্রে আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ চলছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সুজন কুমার সেন, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শিল্পী দাস, গোমতী জেলার পুলিশ সুপার ড. কিরণ কুমার কে প্রমুখ। মাতাবাড়ি উৎসব ও মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক অভিষেক দেবরায় ধন্যবাদসূচক বক্তব্যে আগত ভক্ত ও দর্শনার্থীদের শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব উপভোগের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে মাতাবাড়ি মন্দিরের পূজার্চনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মুখ্যমন্ত্রী ও অতিথিগণ মেলার সরকারি প্রদর্শনী মন্ডপগুলির ফিতা কেটে উদ্বোধন করেন।

****